অধুনান্তিক অবলোকনের নেপথ্যে

সাধন রায়চৌধুরী

ছয়ের দশকের আন্দোলনগুলোর পর থেকে বাংলা সাহিত্যে একটা স্পষ্ট রদবদল ক্রমশ গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পর পর অনেকগুলো আন্দোলন হয়েছে। প্রত্যেক আন্দোলনের মূল সুর থেকেছে আধুনিকতা থেকে সরে আসা। এদেশে আধুনিকতা এসেছিল ঔপনিবেশিকতার মাধ্যমে। অতএব বলা হয়েছে ঔপনিবেশিকতাবাদী আধুনিকতা থেকে সরে আসা। আধুনিকতার লক্ষণগুলো বর্জন করে সম্পূর্ন নতুন ধরতাইয়ে টেক্সট রচনা। এই লক্ষণগুলোর মধ্যে বিজ্ঞানের ভূমিকা সমান গুত্বপূর্ণ।

আধুনিকতা যে বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে তাকে বলা হয় নিউটনিয় বিজ্ঞান বা দ্বিতীয় তরঙ্গের বিজ্ঞান। পরিবর্তনের স্রোতে বিজ্ঞানও এই তরঙ্গ থেকে সরে এসেছে তার পরবর্তী তরঙ্গে, যাকে বলা হয় কোয়ান্টাম বিজ্ঞান বা তৃতীয় পর্বের বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের আবিষ্কার প্রযুক্তির মাধ্যমে জনজীবন যুক্ত হয় নানা আয়োজন রূপে। বদলে দেয় জীবনচর্যার ধরনধারণ। জীবনে কেবলমাত্র গতির দিক যদি তুলনা করা হয় তাহলে চাকা থেকে মহাকাশযান এক বিশাল গতিপথ।

প্রত্যেক পর্বের বিজ্ঞান এক বিশেষ ধরতাইয়ের ওপর গড়ে উঠেছে। নিউটনিয় বিজ্ঞানের ধরতাই আর কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের ধরাতাই নয়। এই দুই ধরতাইয়ের জ্যামিতিক ছক আলাদা, যুক্তিকাঠামো আলাদা, অন্তর্নিহিত বিজ্ঞানদর্শনও আলাদা। সেই ভিন্নতাও যথারীতি এই দুই পর্বের টেক্সট বা লেখালিখিতে সেঁধিয়েছে - ধরতাই, খেই বা অবলোকনভঙ্গি হিসেবে। উপস্থিতির জটলা এই মহাস্থিতি। অবলোকনভঙ্গি উপস্থিতিগুলির স্থিতিময়তার সম্পর্কায়নকে ব্যাখ্যা জোগায়।

সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন সবই উঠে আসে জীবন থেকে। জীবনের মোট ভাবনা থেকে। আলাদা আলাদা মনে হলেও তাদের মৌল ধরতাই একই অভিমুখ ভাবনার খেই ধরে গড়ে ওঠে। আধুনিক দৃষ্টিকোণ উপস্থিতিতে এভাবে আলাদা আলাদা মনে করে সেভাবেই ভেতর সেঁধিয়ে যাওয়ার দিককে গুত্ব দিয়েছে। জ্ঞান নানা শাখা প্রশাখার পার্থক্যে চিহ্নিত হয়েছে। পার্থক্যের দিকে জোর থাকায় ব্যক্তিগত বুঝগুলো খন্ডবাদী থেকেছে। অবলোকনের এই খন্ডবাদী নির্দিষ্টাত্মক অবস্থান থেকে সার্বিক পরিব্যাপ্ত অবস্থান সরে এসেছে পরবর্তী অবলোকনের পর্ব। ক্রমাগত সরে আসছে খন্ডবাদী ধরতাই থেকে। মাল্টিডিসিপ্লিনারি জ্ঞান এই ধরতাইয়ের অনুকূল। অনেক দিক মিলিয়ে যে কোনো বিষয়কে যথাসম্ভব সার্বিকভাবে দেখা। একটা মুক্তমুখ বিবেচনা যুক্ত হওয়া। সবদিক মিলিয়ে দেখার আয়োজনে ক্রমশ শামিল হওয়া।

উত্তর ঔপনেবেশিক সাহিত্যে আন্দোলনের ভূমিকা গুত্বপূর্ণ। তাদের ভাবনার ঐক্যের জায়গা থেকেছে আধুনিকতা থেকে সরে আসা। কিন্তু আধুনিকতার উপাদান বিবিধ। ফলে প্রত্যেক আন্দোলন টার্গেট করেছে এই উপাদানসমূহের এক-একটি দিককে। আন্দোলনেগুলোর যৌথ অর্জন আর ক্রমাগত তরঙ্গাঘাত একটা সম্মিলিত প্রবাহ রূপে আগের অবস্থানকে বিদারগ্রস্ত করেছে। ক্রমশ আবিষ্কৃতহয়ে চলেছে নবাঞ্চল।

হাংরিরা নিয়ে এসেছিলেন প্রাথমিক হল্লাবোল। কিন্তু হাংরি আন্দোলনের নেতৃত্বে প্রয়োজন হয়েছে পাঁচের দশকের কবি, গল্পকার, ভাবুকদের। শাস্ত্রবিরোধীরা ক্যানন ভেঙে ফেলার, তাঁরা শাস্ত্র বা নিয়ন্ত্রণ বা কেন্দ্রিকতার ক্যানন অনুসারী না হওয়ার জায়গায় নাড়া দিয়েছেন। এভাবে একের পর এক। যেমন নিমসাহিত্য ভেঙে দিল ন্যারোটিভ। আখ্যানের আদরায় আর ধরতাইয়ে পর পর চোট। প্রত্যেক আন্দোলন 'কোই কিসিসে কম নেহি'। যৌথ ধাক্কার সম্মিলিত চোট না হলে সব দিকে হামলা সম্ভব ছিল না। দশক বিচার ব্যাপারাই কলোনিয়াল কনসেপ্ট। প্রত্যেক কবির ভূমিকা সমান গুত্বপূর্ণ। মানুষ মূলত ঝাঁক জানোয়ার। কবিত্ব হোমোসেপিয়েনসের টিকে থাকার প্রধান জৈব অস্ত্র। কেউ কেউ কবি, সকলেই কবি নয়

একটা আঁতলেমিমার্কা কথা।

আন্দোলন যেমন এই ধাক্কা, চোট, প্রবাহ বা রদবদল কার্যকরী করে তুলেছে, তেমনই সমান ও সমান্তরাল চোট দিয়েছে লিটল ম্যাগাজিনগুলো। তাদের সামগ্রিক উপস্থিতি। আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছে কিছু লিটল ম্যাগাজিন আবার সেভাবে নামাঙ্কিত আন্দোলনে না থাকলেও গোটা লিটল ম্যাগাজিন প্রবাহ এক সম্মিলিত মহাআন্দোলন। প্রত্যেক লিটল ম্যাগাজিন এই প্রবাহের একটা তরঙ্গ। লিটল ম্যাগাজিন থেকে বেরিয়েছে বহু বই। সেই অগুনতি বইয়ের ভূমিকাও প্রবল। পার্থক্য আর ঐক্যের পারস্পরিকতায় রচিত হয় পরিবর্তন। প্রত্যেক লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছে ছোট ছোট লেখকগোষ্ঠি। প্রত্যেকের অবদান যুক্ত হয়েছে এই বিশাল প্রবাহে। তবেই অর্জিত হয়েছে আজকের এই অধুনান্তিক অবস্থান। সম্পূর্ণ নতুন ধরতাইয়ের গল্প কবিতা উপন্যাস লেখা হচ্ছে এখন। মেইন স্ট্রিম সাহিত্য ক্রমাগত পা মিলিয়ে চলতে বাধ্য হচ্ছে। একসময় আন্দোলনগুলো সম্পর্কে হাবিজাবি মন্তব্য করা হয়েছিল। অবলোকন ভঙ্গির ভ্রম ছিল সেই মন্তব্যে। আঘাতের ফলে আন্দোলন আরো সচেতন। টার্গেট ওরিয়েন্টেড এবং প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে। গত একদশক ধরে এই রদবদল আরো দানা বেঁধেছে। লেখাগুলোর অন্তর্নিহিত চিন্তাচেতনার দিকটাও ক্রমাগত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আজ ঝিায়নের ডাক চারিদিকে। সারা পৃথিবীর দিকে চোখ ঘোরালে দেখা যাচ্ছে প্রায় সব দেশেই ছয়ের দশক থেকে একের পর এক আন্দোলন হয়েছে। স্থানিক পরিস্থিতি অনুযায়ী এই আন্দোলনগুলোর চেহারা থেকেছে ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু মডার্নিজম-এর অবলোকন ভঙ্গি আর আয়োজন থেকে সরে আসার ব্যাপারে সকলের সুরে ঐক্য থেকেছে।

মডার্নিজমের পরিসর ব্যাপক। তার শেকড় গভীর। তার সব অবদান আবার বাতিলযোগ্য নয়। একটা গ্রহণ বর্জনের দিক আছে। ফলে অন্দোলনের বিবিধতা, লিটল ম্যাগাজিনের সংখ্যাধিক্য, প্রত্যেক সাহিত্যের নিজস্ব প্রেক্ষিতের অন্দোলনেরও প্রয়োজন থেকেছে একই কারণে সমান গুত্বপূর্ণ।

মডার্নিজমের অবস্থান থেকে অবলোকন ভঙ্গি থেকে পাল্টা আঘাত আসা স্বাভাবিক। এসেছেও প্রচুর। যার মধ্যে প্রচুর ভ্রান্তি যেমন আছে তেমনই যথার্থতাও আছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার শংকাও থেকেছে কোনে কোনো কারণে। শংকা থেকেছে বিশেষ করে রাজনৈতিক বিবেচনের দিক থেকে। ক্ষমতাকেন্দ্র যে কোনো পরিবর্তনকে সন্দেহের চোখে দেখে। বিভ্রান্তি ছড়ায়। স্বয়ংও ভ্রমের কবলে পড়ে। যে বিদায় এসেছে সাহিত্যে, সেই একই বিদায় এসেছে আধুনিকতার মতাদর্শে।

আধুনিকতার কার্যকারিণী দুটি, ধনতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র। দুটোই এই পরিবর্তনের প্রবাহে বিদারগ্রস্ত। ফলে শংকা যেমন আছে আবার পরিবর্তনে শামিল হওয়ার প্রবণতাও আছে। যেমন লিটল ম্যাগাজিন আর আগের মতো অচ্ছুৎ নয়। এই মহাযজ্ঞে লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহালয় আর লাইব্রেরির ভূমিকাও ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে।

সাধারণত ফ্রেডরিক জেমসন-এর লেখা গ্রন্থগুলি আধুনিকতার পক্ষে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। জেমসন বলেছেন, আজকের পুঁজিবাদের স্বরূপ সম্পর্কে। এই পুঁজিবাদকে তিনি বলেছেন 'লেট ক্যাপিটালিজম'। যেন বা পোস্টমডার্ন একটি পুঁজিবাদী তত্ত্ব এবং ক্যাপিটালিজমের লেটেস্ট মডেল। জেমসন-এর 'দ্য কালচারাল টার্ন' গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন রবার্ট ইয়ং। এই রবার্ট -এর গ্রন্থের নাম 'দ্য ওরিজিন অফ পোস্টমডার্নিটি '। এই গ্রন্থে তিনি পোস্টমডার্ন ভাবকল্পের উৎস এবং ক্রমপুষ্টি আর দীর্ঘ যাত্রার বিস্তৃত ইতিহাস লিখেছেন। পোস্টমডার্ন এক কবির গড়ে তোলা ভাবকল্প। ভাবকল্পটি প্রথম উল্লেখ করেন কবি ফেদেরিকো দ্য ওনিস। তিনি তিরিশের দশকের নিকারাগুয়ার প্রতিবাদী কবি। অর্থাৎ এই ভাবকল্পের উৎস হিসপ্যানিক। নিকারাগুয়া মধ্য আমেরিকায় আমাদের দেশের মতো একসময় ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক ক্ষমতার উপনিবেশ ছিল। বহুকাল ছিল স্পেনের দখলে। যাঁরা নিকারাগুয়ার সম্পদের লুঠতরাজে সেখানে গিয়েছিলেন। নিকারাগুয়ার প্রধান খনিজ সোনা।

১৫২২ খ্রিষ্টাব্দে গিল গনহালেস দ্য আভিলা এই দ্বীপপুঞ্জকে স্পেন সাম্রাজ্যের অধীন করেন। স্পেন, পর্তুগাল, ইংল্যান্ড, ... সব দেশের ঔপনিবেশিক লুঠেরারা সেখানে গিয়েছেন ভাগ্য ফেরানোর আশায়। সেখানে তাঁরা নানা দেশ থেকে ক্রীতদাস নিয়ে গিয়েছিলেন। এমন কি ভারত থেকেও। নিকারাগুয়ায় এক মহিলা রাজদূত এখানে এসে হুগলীতে তাঁর গ্রাম দেখতে গিয়েছিলেন কিছুদিন আগে। এখন সেখানকার অধিবাসীরা নানা দেশের মানুষের রক্তের মিশেল। বিশাল সংকরায়ন ঘটেছে নিকারাগুয়ায়। সেখানকার আদি অধিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের ঔপনিবেশিক লুঠেরারা মেরেমুরে শেষ করেছেন। সংমিশ্রন সংকরায়ন আর বহুত্বের এই ফলাফল লক্ষ্য করেছিলেন ওনিস।

১৮৩৪ সনে নিকারাগুয়া স্পেন থেকে স্বাধীন হয়। কিন্তু খপ্পরে পড়ে মার্কিন ঔপনিবেশিকতার। মার্কিন ঔপনিবেশিকতা সুপার রিফাইন্ড। ওই যেভাবে আমাদের চোখের সামনে তারা ইরাক দখল করে। সেখানকার তেলের খনি কব্জায় আনে। আবার সারা পৃথিবী জুড়ে বাজার দখল করে। বিভিন্ন অনুন্নত দেশের কবি লেখকদের নিজেদের নির্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পিত শিক্ষাপ্রকল্পে মার্কিন দেশে পাঠিয়ে মগজ দখল করে। একইভাবে তারা বহু দর্শনভাষ্য, সংজ্ঞা, ভাবকল্প ইত্যা দির দখল নিয়েছে। আরনিজেদের প্রাতিষ্টানিক ভাষ্য সাহিত্যের বাজারে ছেড়েছে। ঠিক যেমন 'এমবেডেড' সাংবাদিকরা ইরাক যুদ্ধের যাবতীয় সংবাদ নিজেদের দখলে রেখেছিলেন। একটু বেফাঁস, লাইনের বাইরে সত্য বললে তাঁদের চাকরি খোয়া গেছে। নয়া ঔপনিবেশিকতা নামক শব্দ এমনই অনেক পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা জোগায়। মার্কিন প্রশাসন বা ক্ষমত াকেন্দ্র এখনও মনে করে 'জিসকা লাঠি উসকা ভৈঁস'।

১৮৩৪ সনে নিকারাগুয়া স্বাধীন হলেও ১৯১২ থেকে মার্কিন মিলিটারি শক্তি সেখানে ঘাঁটি গাড়ে। যার প্রতিবাদকে স্থ ানীয় নেতা সানদিনোর নেতৃত্বে গেরিলা যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। সানদিনো যে বছরে দখলদারি শক্তির হাতে খুন হন সেই বছরেই কবি ওনিসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পোস্টমডার্ন কবিতা সংকলন। স্প্যানীশ ভাষায়। স্থানীয় কবিদের কবিতা নিয়ে। সানদিনোর মৃত্যু স্বত্বেও প্রতিবাদী সংঘর্ষ বজায় থাকে। নিকারাগুয়ায় মার্কিন মদতে পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। জেনারেল সোমোজা সেই পুতুল সরকারকে নেতৃত্ব দেন।

তারপর সোমোজা বংশ মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতায় শাসন ক্ষমতা দখলে রাখে। যদিও মার্কিন সেনা ঘাঁটি গুটিয়ে নেয়। সোমে াজাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য কিছু মার্কিন পরামর্শদাতা থেকে যান। মার্কিন বুদ্ধিজীবিরা পোস্টমডার্ন ভাবকল্পের দখল নেয় নিকারাগুয়া থেকে। নিকারাগুয়ায় তাঁরা গোলমাল বাঁধিয়ে দেওয়ার জন্য কন্ট্রাবিদ্রোহী সৃষ্টি করেন। যাতে বোঝা না যায় আসল বিদ্রোহী কে। প্রকৃত পরিবর্তন কারা আনতে চান। নিকারাগুয়ায় প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবিরা ব্রাজিলে চলে যান। যাঁ াদের বলা হয় লুসো ব্রাজিলিয়ান। তাঁরা ওনিসের প্রকৃত ব্যাখ্যা ছড়িয়ে দিতে থাকেন। একটি ভিন্ন অবলোকনভঙ্গি দানা বাঁ াধে।

অন্যদিকে এই ভাবকল্পের মূল উৎস গুলিয়ে দেওয়ার জন্য মার্কিন প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাসত্তার লালিত বুদ্ধিজীবিমহল এই ভ াবকল্পের মার্কিনি প্রাতিষ্ঠানিক ভাষ্য গড়ে সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে দিতে থাকেন। খোদ মার্কিন দেশেও মূল ভাবকল্পের অনুসারীদের আজও প্রবল ভাবে দেখা যায় প্রতিবাদী কবিতার এলাকায়। বিশেষ করে ব্যাক ও ইমিগ্রান্ট কবিদের মহলে। নিকারাগুয়া থেকে স্পেনে আর্ ব্রাজিল হয়ে ইওরোপে পৌঁছেছিল ওনিসের ভাবকল্প। ব্রাজিলের ভাষা পর্তুগীজ।

কিন্তু ইউরোপের ভাবুকরা গুত্ব দেননি প্রথম দিকে। ভাবকল্পের উৎস প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী অবস্থাজনিত চেতনায়। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর ছবিটা বদলে যেতে থাকে। প্রায় সত্তরটি দেশ ঔপনিবেশিক ক্ষমতার খপ্পর থেকে বেরিয়ে স্ব াধীন দেশ হয়। যাদের ঔপনিবেশিক ক্ষমতা ছিল তাদের আর্থিক ও জনজীবনের স্থিতি বদলে যায়। এই সময় স্বাধীন হওয়া দেশগুলোর মধ্যে ভারত একটি। ফলে একদা শাসক আর শাসিতের জীবনলক্ষ্য ও জনচেতনায় ক্রমশ বৈশ্বিক একরূপতা দেখা দেয়।

একদা ঔপনিবেশিক ক্ষমতার দেশগুলোতে দেখা যায় একদা উপনিবেশের দিক থেকে প্রত্যাঘাত। যেমন এইসব একদা ঔপনিবেশিক দেশের মানুষ এবার ভাগ্য ফেরানোর আশায় সেইসব দেশে পাড়ি জমান। সে দেশের জনবসতিতে বদল দেখা যায়। এইসব মানুষকে বলা হয় ইমিগ্রান্ট। মার্কিন দেশে প্রতি সাতজনের মধ্যে একজন ইমিগ্রান্ট। ইমিগ্রান্টে এমন ছেয়ে গেছে যে ব্রিটেনের অবস্থা সবচেয়ে বেশি পরিবর্তিত। ইমিগ্রান্টরা এখন ফ্যালনা নয়। তাদের কণ্ঠস্বর আজ জনকণ্ঠস্ বরের গুত্বপূর্ণ অংশ। ইমিগ্রান্ট ইহুদিরা মার্কিন প্রশাসনের এমনই গুত্বপূর্ণ অংশ। যেজন্য ইজরায়েল-ফিলিস্তিন সমস্যার চট করে সমাধান সম্ভব হয়ে উঠছে না।

ঔপনিবেশিকতার ফলে যেমন জনসমূহে সংকরায়ন ঘটেছে, তেমনই ঔপনিবেশিক প্রত্যাঘাত থেকেও জনজীবনে সংকরায়ন ঘটেছে। অ্যাংলো ইন্ডিয়ানগোষ্ঠি রক্তের সংকরায়ন, আবার আমরা সবাই লালিত হয়েছি জনজীবনের সংকরায়নে। স াংস্কৃতিক সংকরায়ন যার একটা দিক।

ইমিগ্রান্টদের ফলে এমনই পালটা সংকরায়ন ঘটেছে সে দেশে। এই পরিস্থিতিতে বলা হচ্ছে ডায়াসপোরা। গ্রিক শব্দ ডিসপার্ত বা ছড়িয়ে যাওয়া থেকে যার উৎস। ইহুদিদের স্বদেশ নামক কোনো পৃথক ভূমিখন্ড ছিল না। তাঁরা ছড়িয়ে

পড়েছেন সারা পৃথিবীতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পর মিত্রশক্তি তাঁদের স্বদেশ গড়ে নিতে সাহায্য করেছে। সেই ইজরায়েল নিয়ে আজও বিস্তর কিচাইন। ইহুদিদের সম্পর্কে প্রথম এই ধরনের শব্দ 'ডায়াসপোরা' প্রয়োগ করা হয়। জনগণের ডায়াসপোর ার স্থিতি এখন সারা পৃথিবী জুড়ে।

বাংলাদেশিরা আসছেন পশ্চিমবঙ্গে, আবার বিভিন্ন রাজ্য থেকে লোক আসছেন এ রাজ্যে। বিহার থেকে আসছেন দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ চাকরিবাকরি আর মজদুরির কাজকর্ম পেতে, আবার আসছেন সেখানকার জাতপাতের দ্বন্দ্ব এড়াতে। দক্ষিণ থেকেও আসছেন উচচবর্গের মানুষজন। আসাম থেকে আসছেন প্রাদেশিকতার সন্ত্রাস থেকে বাঁচতে। গুজরাট থেকে আসছেন সাম্প্রদায়িকতা থেকে গা বাঁচাতে। প্লুরালিজমের ঔচিত্য বাড়ছে। আবার এখান থেকে মানুষ গুজরাট যাচ্ছেন হীরে-সোনার কারিগর হয়ে। দিল্লি ব্যাঙ্গালোর দুবাই কুয়েতেও ছুটছে, পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে অ াজকের বিজ্ঞানপ্রযুক্তির অংশীদার হতে। ঔপনিবেশিকতা গোড়ায় বা শেষমেশ-এ উভয় অবস্থায় থেকেছে ডায়াসপো রিক। আফ্রিকায় ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ মানুষদের বিশাল কৃষিফার্মের মালিক হিসেবে আমরা দেখেছি। ক্রীতদাসপ্রথাও সৃষ্টি করেছিল জনসমূহের এমনই পরিবর্তন। ফিজি, মরিশাস, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ওয়েস্টইন্ডিজ, সুরিনাম, নিকারাগুয়ায় ভ ারতীয় উৎসের মানুষের কথা আমরা জানি। এভাবে এক বিশাল ভিন্ন ডায়াসপোরিক জীবনকাঠামোর সমাজ আয়োজন। মিশ্রভাষা আর মিশ্রসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে এবং উঠছে। এখন পশ্চিমবঙ্গে বিস্তর বাঙালি খৈনি খায়। ঔপনিবেশিক আমলে যেমন বাঙালি দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করতে শিখেছে, তা বলে টিস্যু পেপার গ্রহণ করেনি সামূহিক জীবনে। এখন যেমন হাগিজ আসছে, স্টে ফ্রি আসছে দৈনন্দিন জীবনে। ফলে আগের সংস্কার বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এমনই বিস্তর সব ছোট বড় পরিবর্তন। এভাবে সূক্ষ্ম আর মোটামুটি পরিবর্তন ঘটছে বয়ানে টেক্সটেও। সব মিলিয়ে এই পরিবর্তনকে বলা হচ্ছে প্যারা ডিম শিফট্। বহু লেখক ডায়াসপোরিক আইডেনটিটিকে ভাষার জীবনের সংকরায়নের দিক থেকে গ্রহণ করেছেন। এখন ইংরেজি সাহিত্যে তাঁরাই বুকার পুরস্কার পান। বাংলায় যে ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে লেখেন সুবিমল বসাক আর বরীন্দ্র গুহ প্রমুখ। তাঁরা উভয়ে পূর্ববাংলার। দেশভাগের ফলে তাঁদের পরিবার ছিটকে পড়ে। রবীন্দ্র এখন ঘুরে ফিরে দিল্লিতে, সুবিমল চক্কর বক্কর লাগিয়ে কলকাতায়- বেলঘরিয়ায়। সুবিমল কাটিয়েছেন পাটনায়। যেখানকার জনজীবন নিয়ে তাঁর 'প্রত্নবীজ' উপন্যাস। রবীন্দ্র গুহ তাঁর গল্প, উপন্যাসগুলিতে সর্বত্র এই ডায়াসপোরিক অবস্থানজনিত পরিবর্তনের দিকগুলো তুলে ধরেছেন। ডায়াসপোরিক লক্ষণ জনজীবনের একাকারের একটি দিক। আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ক ারণে যেমন একাকার ঘটছে, তেমনই একাকার আরো প্রবলভাবে ঘটেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নিত্যনতুন আবিষ্কার জনজীবন প্রভাবিত করার কারণে। এভাবে ওনিসের মূল ভাবকল্প যে একাকারকে আয়ত্ত করেছিল তার চেয়ে বৃহত্তর একাকার ঘটে চলেছে।

পোস্টমর্ডান ভাবকল্প নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে এবং হচ্ছে। ভাষাতাত্ত্বিক প্রবাল দাশগুপ্ত পোস্টমর্ডান শব্দের বাংলা করেছেন 'অধুনান্তিক'। পোস্টমর্ডান সম্পর্কে ইন্টারনেটে সার্চ করতে গেলে প্রায় তেতাল্লিশ ছাজার সার্চপয়েন্ট এখন প াওয়া যাচ্ছে। তা থেকেই অনুমান করা যায় এই ভাবকল্প নিয়ে কী মাত্রায় বিস্তর ভাবভাবি হয়েছে। যেখানে প্রচুর পৃথক পৃথক ভাষ্য রয়েছে। যেমন রয়েছে রবার্ট ইয়ং আর ফ্রেডরিক জেমসন- এর পৃথক ভাষ্য। ওনিসের মূল ভাষ্য আর লুসো ব্রাজিলিয়ান ভাবুকদের ভাবনাও সংকলিত হয়েছে। পোস্টমর্ডানের কোনো তত্ত্ব বা ক্যানন নেই। পোস্টমর্ডান মুক্তমুখ। হয়ে ওঠার প্রসেসে পুষ্ট। প্লুরালিজম-এ আস্থা রাখে, মতান্তরকে সমীহ করে। ঠিক যেমন আজকালকার যুক্তফ্রন্ট বা জোট সরকারগুলো গড়ে উঠেছে পরিস্থিতির কারণে। নানা মতাদর্শের আর নানা অবস্থানের দলগুলি একত্রে যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করে। একক ম্যানিফেস্টো স্থগিত রাখে। গণতন্ত্রের সমারোহে শামিল হয়।

ক্যানন নির্ভর সাহিত্যে আস্থা রাখেন না পোস্টমর্ডান টেক্সট রচয়িতা। প্রবাল দাশগুপ্ত আধুনিকতাকে বলেছেন সাজানো ব াগান আর অধুনান্তিককে বলেছেন, সাজানো বাগানের পরের স্টপ। তিনি মনে করেন অধুনান্তিক 'এলাকাই খবরে' একত্রিত করে, তুলে ধরে। স্থানিকতার প্রাধান্য। অবস্থানজনিত অভিব্যক্তি। সময়ের একরৈখিক বা একশৈলী রচনাশৈলী বা উপস্থিতি থেকে সরে এসেছে এই অবস্থানজনিত চিন্তাচেতনায়। বাংলা সাহিত্যে এখন যে পোস্টমর্ডান বা অধুনান্তিক টেক্সটের চিন্তাচেতনা, তার মূলেও এই স্থানিকতা যা পশ্চিমবঙ্গের স্থিতিজনিত।

ঔপনিবেশিক এলাকার ভাবুকদের ভাবনা, অর্থাৎ লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়ার ভাবুকদের ভাবনাচিন্তা আম

াদের বেশি কাছে টানে। কেননা অবস্থানজনিত দিকটাই প্রকৃত ধরতাইয়ের দিক আর সেদিক থেকে আমাদের দেশের সঙ্গে ভাবনাচিন্তা মিল, সমস্যা বা সংকট এক ধরনের; আজকের বিশ্বায়নের হাতছানিতেও গন্তব্য আর যাত্রাভঙ্গিরও একরূপত া। বিশ্বায়নের হাতছনিতে একাকারেরডাক আছে, স্থানিকতার প্রতি সমীহের প্রতিশ্রুতি আছে, আবার অবস্থানজনিত সংকট ও সমস্যাও আছে। এখানেই ভাষ্য গ্রহণ-বর্জনের পালা।

একদা ঔপনিবেশিক ক্ষমতার দেশগুলো যেমন ইমিগ্রান্ট সমস্যায় ভুগছে আবার হিউম্যান রিসোর্স চায়, শ্রমিক চায়, কর্মী চায় সস্তায়। বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এইসব চাহিদার ধরন। প্রতিযোগিতার বাজার। এখনএকচেটিয়া পরিস্থিতি নেই। একচেটিয়া মনোভাবের প্রতি রাষ্ট্রযন্ত্রেরও আরও উদার হওয়া সম্ভব নয়। পণ্য ও সেরা এখন বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্ক ারের প্রযুক্তিনির্ভর। প্রযুক্তির দখলের সঙ্গে বাজারের দখল একসূত্রে গাঁথা। উৎপাদক কোম্পানিদের কাঠামো আগের মতো নেই। তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি বদলে গেছে। বদলে গেছে উৎপাদনের মাত্রা আর বাজারের সাইজের ভ ারসাম্য। একই পণ্যের একই রাষ্ট্রের অন্তর্গত নানা মালিকের কোম্পানি। নিজেদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা। ফলে খোলাব াজারের শর্ত একচেটিয়া ছকের বাইরে। বিল গেটস স্বয়ং একচেটিয়া খেলা খেলতে গিয়ে খোদ মার্কিন দেশেই সাজা পেয়েছেন বিস্তর জরিমানা দিয়ে। এখন কর্পোরেট মালিকানা একটি মাত্র পরিবারে সীমিত নয়। শেয়ার ছাড়ছে খোলাবাজ ারে। মধ্যবিত্ত মানুষের হাতেও অল্পবিস্তর অংশভাগ এসেছে। যৌবনে দেখেছি পোস্টার লাগাতে হয়েছে, টাটা বিড়লা নিপ াত যাক। এখন সেই সব দলেরই সরকার বিশেষ সুবিধা দিয়ে নিজের নিজের রাজ্যে নিমন্ত্রণ জানাতে দ্বিধান্বিত নয়। মতিগতির সুর বদলেছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভিনরাজ্যে পুঁজি যাতে না চলে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে চায়। দলে দলে বেক ার যুবকেরা চলে যাচ্ছে ভিনরাজ্যে ভিনদেশে, কেননা স্থানীয় স্তরে সুরাহার অভাব।

অর্থাৎ বাস্তবিক অর্থনৈতিক আর সামাজিক অবস্থা জেমসনের লেখার সঙ্গে মিলছে না । একজন কবি বা লেখকের টেক্সট জনজীবন থেকে উঠে আসে। তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামায় না। আধুনিকতা তত্ত্ব চাপিয়ে দিতে চেয়েছে, আধুনান্তিকে মতিগতি বা তত্ত্বতল্লাশ গড়ে উঠেছে জীবন থেকে। পোস্টমর্ডান ভাবকল্পের আধুনিকতার তুল্য তত্ত্ব নেই। জেমসন তাঁর বক্তব্য সা জিয়েছেন একটা পালটা তত্ত্ব মাথায় রেখে। অর্থাৎ তিনি কাকে কী শর্তে জেরা করছেন, সেই গোড়ায় গলদ। তিনি বাইনা রি অবস্থান থেকে দেখেছেন আধুনিকতা আর পোস্টমর্ডানকে। অর্থাৎ একে অপরের যেন বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে অ াছে। পোস্টমর্ডান লেখক বলে কিছু হয় না। পোস্টমর্ডান টেক্সট হয়।

যেজন্য অধুনান্তিক আলোচকরা বলেছেন আধুনিকতা ছিল ভেদের শণাক্তকরণ আর অধুনান্তিক অভেদের যাত্রা। ভেদের শণাক্তকরণ না সেরে ফেলে অভেদের সন্ধানে রওনা হওয়া যায় না। আধুনিকতার অর্জনসহ অধুনান্তিক রওনা দিয়েছে। বাঁ াধ যদি দিতে হয় নদীতে তাহলে তার উচচতা নির্ধারণ করা হোক। ইংরেজি পড়ানো প্রাইমারি কোর্সে বাতিল হয়েছে, আব ার বাধ্য হয়ে ফিরিয়ে আনতে তহচ্ছে। টাটা বিড়লা নিপাত যাও শ্লোগান নয়। এসো অনেক সুবিধা দেব। তোমাকে চাই। তবে আমারও কিছু স্থানীয় পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজন রয়েছে। সেগুলোর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি শ্র মিক অসন্তোষ জুলুমে পরিণত হবে না। তবে অসন্তোষ কেন সেটাও তো খতিয়ে দেখা দরকার। একটা বহুরৈখিক দৃষ্টিকে াণ আজ আরো বেশি অনিবার্য। ঔপনিবেশিকতার আত্মবিচ্ছেদ থেকে মুক্তি, তৃতীয় তরঙ্গের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব, সা হিত্যে টেক্সট বদল, সবগুলি এই একাকারের উপাদান।

ইউরোপ আমেরিকার ভাষ্যগুলির মধ্যে যেখানে যেখানে সাম্রাজ্যবাদের তলানি থেকে গেছে সেগুলিকে অগ্রাহ্য করে অধুনান্তিক। কিন্তু যেসব ভাবনাচিন্তা তৃতীয় তরঙ্গের বিজ্ঞানের ওপর গড়ে উঠেছে, সেগুলিকে অগ্রাহ্য করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। তাকে ইউরোসেন্ট্রিক বলে অগ্রাহ্য করা যায় না। অর্থাৎ ক্রমাগত গ্রহণ বর্জনের মধ্যে দিয়ে এই ধরতাই পুষ্ট হয়ে চলেছে। যেজন্য আজ এ্যাতো ভাবুক এ্যাতো লেখক এ্যাতো লিটল ম্যাগাজিন, এ্যাতো এনজিও, এ্যাতো মিডিয়া বিস্তার, যোগাযোগ আয়োজন। কেউ একজন ভাবুকের তত্ত্ব নয়। জীবন থেকে ক্রমাগত পুষ্ট বিশ্বভাবনার ক্রমাগত প্রতিফলন। অর্জনের সমবায়ী পরিসর। মহা শক্তিধর বুশ সাহেবের এখন ভারত থেকে সৈন্য চাই। পাকিস্তান থেকে সমর্থন চাই। ব াস্তবকে করায়ত্ত করতে পারছে না একচছত্র ক্ষমতাকেন্দ্র। ব্লেয়ার কাঠগড়ায়। অথচ সে দেশের সাহিত্যে যেমন বেনোজল ঢুকছে , তেমনই প্রতিবাদী সাহিত্য প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে। অধুনান্তিক অবস্থানের দিকে যাত্রার বাধ্যবাধকতা সর্বদিকে।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com